আরামবাগ মহকুমায় ৩৪টি পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন

১) মায়াপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ। (২) কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করছেন নবনির্বাচিত প্রধান তপন মণ্ডল। রয়েছেন বিধায়ক মানস মজুমদার। (৩) পুরশুড়ায় নবনির্বাচিত প্রধান, উপপ্রধানদের নিয়ে উচ্ছ্বাস। ৪) খানাকুলে প্রধান,উপপ্রধানের নাম ঘোষণার পর তৃণমূল কর্মীদের উচ্ছ্বাস।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বৃহস্পতিবার হুগলির আরামবাগ মহকুমায় ৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠিত হল। উল্লেখ্য, এই প্রথম এই মহকুমায় বিরোধীশূন্য বোর্ড গঠন হতে চলেছে।২০১৩সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৬২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেও গোঘাট ১নং ব্লকের শাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত বামফ্রন্টের দখলে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু এবার শাওড়াসহ ৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই পেয়েছে তৃণমূল। সেগুলির মধ্যে আরামবাগের ৭টি, পুরশুড়ার ৪টি, খানাকুল ১-এর ৮টি, খানাকুল -২-এর ৬টি এবং গোঘাট ২-এর ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার বোর্ড গঠন হয়।এদিনের নির্বাচিত প্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে হেভিওয়েট হলেন গোঘাট ২নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি তপন মণ্ডল। তিনি কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন তাঁর হাতে দায়িত্ব ভার তুলে দেন গোঘাট ২নং জয়েন্ট বিডিও মদনমোহন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানস মজুমদার। এর আগে এদিন সকালে তপনবাবু কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। পরে তপনবাবু বলেন, কামারপুকুরকে ঢেলে সাজিয়ে তুলতে আমি জনগণের কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ। আগামী দিনে এই পঞ্চায়েত যাতে পৌরসভা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে বিধায়ক মানস মজুমদারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নয়ন করব।এই উপলক্ষ্যে এদিন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলিতে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চায়েত কার্যালয়ের ২০০ মিটার পর্যন্ত ১৪৪ধারা জারি করা হয়। তবে এদিন কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তৃণমূলের হুগলি জেলা সভাপতি তথা মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত বলেন, দলীয় নেতাকর্মীরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে প্রধান, উপপ্রধান নির্বাচন করেছেন।

আরামবাগ ব্লক

পঞ্চায়েতের নাম	প্রধান	উপপ্রধান
গৌরহাটী ১	চন্দনা ঘোষ	সিরাজুল ইসলাম
গৌরহাটী ২	অসীম কুমার মাল	অনন্ত ভট্টাচার্য
মায়াপুর ১	বুল্টি দাস	তুষারকান্তি দাস
মায়াপুর ২	পাপিয়া মেদ্দা	অলোক সাঁতরা
মলয়পুর ১	দিপালী সাহা	উত্তম সিং
আরাঙী ১	সোহারব হোসেন	সন্তোষ মালিক
মাধবপুর	সেখ খামেদুল ওহাব	রণজিৎ রায়
চিলাডাঙ্গী	লিপিকা মাইতি	রেণুকা বারিক
কেলেপোড়া	স্বরূপ ঢালি	পঙ্কি পাখিরা
ডিহিআতপুর	শ্যামলী রায়	নবকুমার সামন্ত
পুরশুড়া ১	সমীর কুমার দাস	সেখ মহম্মদ রিয়াজ
ঠাকুরানীচক	শীতল মণ্ডল	সেখ মনিরুল ইসলাম
রামমোহন ১	সঞ্জয় দোলুই	বর্ণা দোলুই
তাঁতশাল	বিকাশ রায়	হারেশা বেগম
খানাকুল ১	গৌতম হাজরা	সোনালী পাত্র
খানাকুল ২	ফিরদৌসী বেগম	সুভাষ দোলুই
রামমোহন ২	টগরী দাস	নীলকান্ত ধোক
কিশোরপুর ১	সন্দীপ বর	বাসুদেব সামন্ত
পোল ১	বুল্টি বাঁক	জাকির আব্বাস

খানাকুল ২

পঞ্চায়েতের নাম	প্রধান	উপপ্রধান
রাজহাটী ১	আকতারা বেগম	দেবাশিস সামুই
রাজহাটী ২	সমীর প্রামাণিক	অনুপ মান্না
নতিবপুর ১	বর্ণালী দাস অধিকারী	ইয়াসমিনারা খাতুন
পলাশপাই ১	ঝুম্পা সিং কারক	সৌমেন পাড়ুই
পলাশপাই ২	সন্ধ্যা দাস	আসিক আলি মল্লিক
শাবলসিংহপুর	ইকবাল হোসেন খান	শিখা বর

গোঘাট

পঞ্চায়েতের নাম	প্রধান	উপপ্রধান
কামারপুকুর	তপন মণ্ডল	চায়না মালিক
হাজিপুর	সুলেখা ঘোষ	রেবতী সরকার
শ্যামবাজার	গিয়াসউদ্দিন খান	শিবানী নন্দী
মান্দারণ	সানেয়ারা বেগম	গণেশ ঘোষ
কুমারগঞ্জ	মুনমুন রায়	গণেশ সাহা
বদনগঞ্জ-ফুলুই ১	লক্ষ্মী মালিক	প্রসেনজিৎ ঘোষাল
বদনগঞ্জ-ফুলুই ২	মিলন দিগার	মিনতি সাঁতরা
বেন্সাই	মেনকা মালিক	জয়দেব কোনার
পশ্চিমপাড়া	প্রতিমা রুইদাস	(পরে ঠিক হবে)

পুরশুড়ায় পড়ে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম উত্তম মাইতি (৩৮)। বাড়ি হুগলির পুরশুড়ার কেলেপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলবাতপুর গ্রামে। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়াও তাঁর এক মেয়ে আছে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালেও উত্তম ব্রাশ নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বাড়িতে ঢুকছিলেন। তখনই তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাড়ির উঠোনে পড়ে যান। গুরুতর চোট লাগে তাঁর। এরপর স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করে পরিবারের লোকে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলুতে রং, আটক ২৫ শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ আলুতে রং মেশানোর অভিযোগে হুগলির সিঙ্গুরে আলুর আড়ত থেকে প্রায় ২৫জন কর্মী ও মুটেদের আটক করল সিঙ্গুর থানার পুলিশ। মালিকদের আটক না করে কর্মচারীদের অন্যায়ভাবে আটক করার প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় শ'তিনেক কর্মচারী ও মুটে। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে কর্মচারী ও মুটেদের মুক্তি দিতে হবে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে কর্মচারীদের বেশ কিছু অংশ বিক্ষোভ সমাবেশও করেন। তাঁদের দাবি, মালিককে আটক করে কর্মীদের ছেড়ে দিতে হবে। মৃতদের বৃহস্পতিবার চন্দননগর আদালতে তোলে হলে বিচারক তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন।

চেক বাড়িতে, ব্যাঙ্ক থেকে খোয়া গেল ৫ লক্ষ ৭০ হাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ চেক রয়েছে বাড়িতে। সেই চেক ভাঙিয়ে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা তুলে নিল চেক জালিয়াত। ঘটনায় দিশাহারা হুগলির উত্তরপাড়া মাখলার বাসিন্দা বৃদ্ধ ননীগোপাল সেনগুপ্ত। মাখলা ইউ বি আই ব্রাঞ্চে জয়েন্ট সেভিংস এ্যাকাউন্ট রয়েছে ননীগোপালবাবুর। গত মঙ্গলবার পাশবই আপডেট করাতে গিয়ে দেখেন তাঁর এ্যাকাউন্ট থেকে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা উধাও। ৯৪৯১৪৫ এই চেক দিয়ে টাকা তোলা হয়েছে। অথচ সেই চেক ননীগোপালবাবুর কাছেই রয়েছে। এই ঘটনায় হতবাক বৃদ্ধ ব্যাঙ্ক এবং উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে চুঁচুড়া কাঁপপুকুরের বাসিন্দা প্রাক্তন পুলিশকর্মীর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট থেকেও একই কায়দায় পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়। বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটলেও গ্রাহকদের জমা টাকা সুরক্ষার ব্যাপারে তৎপরতা দেখা যায়নি ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানান, তদন্তে ভিজিলান্স বসেছে তাঁরা তদন্ত করছেন চেক ডিপার্টমেন্ট এ বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারবে। তবে গ্রাহক ১ মাসের ভেতর টাকা ফেরত পেয়ে যাবে।

গোঘাটে মহাসমারোহে গণেশপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মহাধুমধামের সঙ্গে হুগলির গোঘাট থানা এলাকায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে সার্বজনীন গণেশপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বছরের প্রথম পুজো গণেশপুজো দিয়ে শুরু হয়ে গেল বাঙালির পুজো উৎসব। বারো মাসে তেরো পার্বনের সূচনা হল গণেশের হাত ধরেই। গোঘাটের হাজিপুরের ডাটপুর বয়েজ ক্লাব ও কামারপুকুর শ্রীপুর রয়্যালস ক্লাবের উদ্যোগে পুজিত হচ্ছেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। ডাটপুর বয়েজক্লাবের প্রতিনিধি উদয় সাঁতরা জানান, এই পুজো ৫ বছরে পড়েছে। এর জন্য হাজিপুরের গ্রামবাসী ও ব্যবসায়ীরা সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ৫০জন রক্তদান করেন। আগামী দিনে আরও বড় মাপের পুজো করার ইচ্ছা আছে। অন্যদিকে শ্রীপুর রয়্যালস ক্লাবের প্রতিনিধিরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ৫বর্ষ গণেশপুজোর আয়োজন করেছেন। শ্রীপুর সারদা পল্লীর উদ্যানে এই উপলক্ষ্যে ৩০ তারিখ পর্যন্ত মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও থাকছে সন্ধ্যাকালীন নানা অনুষ্ঠান।

চন্দননগরে ৩০ বছরের গণেশপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর উর্দিবাজার গোপীনাথ ঘাটের শ্রী শ্রী গণেশপুজো এবার তিরিশ বছরে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোপাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজো চলবে আগামী ছয়দিন ধরে। পুজোর সম্পাদক উপেন্দ্র সাহু জানান, এখানে বিভিন্ন জেলা থেকে গণেশপুজো দেখতে আসেন এবং কয়েক হাজার দর্শক প্রসাদ গ্রহণ করে থাকেন। সবশেষে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে আমাদের গণেশপুজো শেষ হয়ে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনেরউদ্যোগে ব্যারকপুর থেকে পুরুলিয়ার বেকুড়ি পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালি। এই র‍্যালি শুরু হয়েছে ১২ সেপ্টেম্বর। শেষ হবে ১৫ সেপ্টেম্বর। বৃহস্পতিবার র‍্যালিটি আরামবাগের উপর দিয়ে জয়রামবাটীতে পৌঁছায়।

শিয়াখালায় অটো দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চণ্ডীতলা ঃ চণ্ডীতলা থানার শিয়াখালা বাজারে চৌমাথায় অটো দৌরাত্ম্য এতোটাই বেড়ে গেছে যে, সাধারণ পথচলতি মানুষের রাস্তা পারাপার করতে ও স্কুলের বাচ্চা থেকে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই যেতে হয় গন্তব্যে। বড় দুর্ঘটনা না ঘটলেও ছোটখাটো ঘটনা নিত্যদিন লেগেই আছে। স্থানীয় প্রশাসনকে দীর্ঘদিন ধরে বলেও কোনও কাজ হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে। যেদিন এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে সেদিন আর সামাল দিতে পারবে না প্রশাসন। বাজারে বিভিন্ন দোকানের সামনে রাস্তার সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখে ওই অটোগুলি। এদের রুট হল বারাইপাড়া থেকে ফুরফুরা। আর কোনও কোনও অটো রুট পারমিট ছাড়াই চলছে বিভিন্ন দিকে। কিন্তু ফুরফুরা না গিয়ে শিয়াখালা বাজারে দাঁড় করিয়ে রাখে। বধবার অটো চালকদের বলেও কাজ হয়নি। আবার শিয়াখালা-মশাট, শিয়াখালা-নালিকুল, শিয়াখালা- হরিপাল-এর বেশ কিছু অটো ২৬নং অহল্যাবাঈ রোডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যস্ততম রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে জ্যাম হয়ে যায়। চৌমাথায় পায়ে হেঁটে যাওয়ারও উপায় থাকে না। বিশেষ করে স্কুলের সময়। একই ব্যক্তির একাধিক অটো নিয়ে চলছে বিভিন্ন রুটে। কারও আছে পারমিট, কারও আবার নেই। যেভাবে অটোর দৌরাত্ম্য বাড়ছে তাতে সাধারণ মানুষ পথ চলা দায় হয়ে পড়েছে। কার কাছে যাবে অভিযোগ জানাতে, প্রশাসন তো নির্বিকার, অভিযোগ এলাকাবাসীর।

হুগলির আরামবাগ শহরে ব্রহ্মাণ্ড ক্লাবের গণেশপুজো।

সাপের কামড় থেকে বাঁচতে অভিনব জুতো

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখনই ভগবানের আশ্রয় নেয়। তাছাড়া মানুষ ভগবানকে মানে না বললেই চলে। আধুনিক ডিজিটাল যুগে মানুষ কুসংস্কারের শিকার হচ্ছে কয়েক শ' মানুষ। সেই কারণে কালীপুজো, মনসাপুজো, বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো আর্চনা করেও থামতি থাকছে। বিগত দিনে লক্ষ্য করা গেছে শনি, মঙ্গলবার মা কালী ও মা মনসাদেবীর মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়। কিছুদিন আগে বাঁকুড়ার এক বাসিন্দা পেটে পাথর তোলার জন্য গোঘাটের সন্তা-মদিনা মনসা মন্দিরে পেটে পাথর তোলার জন্য এসেছিলেন। রাস্তায় জ্ঞান হারিয়ে মারা যান তিনি। ঠাকুরের যদি তাঁর উপর মহিমা থাকত তাহলে তিনি পেটে পাথর তুলে সুস্থ হয়ে বাড়িতে যেতে পারতেন। কিন্তু ভাগ্যে লেখা তাঁর মৃত্যু কেউ খণ্ডন করতে পারলো না। সাধারণ মানুষ

প্রশ্ন তুললেন, চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে ঠাকুরকে মেনে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে বাঁচানোর জায়গায় রাস্তা পড়ে তাঁর মৃত্যু ঘটলো। অপরদিকে বছর দুই আগে সাপের কামড়ের হাত থেকে বাঁচতে গোঘাটের নকুন্ডা ও কুলিয়া গ্রামের মাঝে ফাঁকা মাঠে কালী মন্দির ও মনসা মন্দির তৈরি করা হয়েছে। কারণ মনসার বাহন ও কালীর বাহন সাপকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ কোন ত্রুটি রাখে না। এমনকি সংক্রান্তিতে প্রতিটি বাঙালি বাড়িতে তুলসি মন্দিরে মামনসাপুজো করা হয়। কিন্তু ঠাকুর যদি সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারতেন তাহলে চাষি ভাইয়েরা জমিতে যাবার আগে ইউরিয়া নস্তা কেটে কৃত্রিম জুতো তৈরি করে ধানের ক্ষেতে ওষুধ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সব রকম কাজ করতে হত না। একটা কারণ সাপের কামড়ের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কামারপুকুর চটির এক ব্যক্তি পিরু রুইদাস বললেন, গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। ভালো কোম্পানির জুতো কিনতে গেলে ন্যূনতম ২ থেকে ৩ হাজার টাকা খরচা করতে হয়। মাঠে যাবার জন্য আমি নিজে হাতে জুতো তৈরি করে দিই ২০০ থেকে ৩০০ টাকার মধ্যে। এই জুতোগুলো খুবই মজবুত ও বহুদিন চলে। এবছরে অনেকগুলি পলিথিনের জুতো তৈরি করেছি। গত বর্ষায় জল কম থাকায় প্রচুর চটের তৈরি জুতো বিক্রি হয়েছিল। জল থাকলে সেই রকম বিক্রি হয় না, ধান জমি শুকনো থাকলে এর চাহিদা বেশি থাকে। সাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তাই মানুষের কাছে এই জুতোর চাহিদা আছে গ্রাম বাংলাতে। তারকেশ্বরে লোকনাথের বাসিন্দা ভিক্তরঞ্জন রায় কামারপুকুর চটিতে ইউরিয়ার বস্তার থলি জুতো নেবার জন্য এসেছেন। কারণ ধানজমিতে ওষুধ দিতে গিয়ে পাশের বাড়ির একজন ব্যক্তি মারা যায়। তার জন্য তিনি এই পলিথিনের জুতো নিয়ে যাচ্ছেন। কামার পুকুরের মুকুন্দপুরের চাষি অজিত নায়েক বলেন, বাড়িতে মনসাদেবীর পুজো ও কালী পুজো হয়। তা সত্ত্বেও ভরসা করতে পারছি না। তাই ইউরিয়ার বস্তার তৈরি জুতো ব্যবহার করে, নির্ভয়ে ধান জমিতে ওষুধ দিতে পারি, মাঠে যেতে পারি। ডাক্তার কল্লোল সাহা বলেন, আধুনিক যুগে ওঝা কবিরাজির উপর বিশ্বাস না করে সাপে কাটা রোগীকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। নিকটবর্তী কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রকম টেস্ট, মেডিসিন-এর সাহায্যে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। এখন বিভিন্ন রকম ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। তাই ভয়ের কোনও কারণ নেই।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯
ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।